দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 01 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

বেসরকারি ভার্সিটিতে পর্যবেক্ষক বসাতে চায় ইউজিসি

অনিয়মের অভিযোগের দায়সারা জবাব নর্থ সাউথ কর্তৃপক্ষের

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধন করে ট্রাস্টি বোর্ডে একজন সরকারি পর্যবেক্ষক রাখতে সরকারের কাছে সুপারিশ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। গতকাল রবিবার ইউজিসি মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনে কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুল মান্নান এই তথ্য জানিয়ে বলেন, আমরা কিছু সুপারিশ করেছি। বাংলাদেশ ব্যাংক আইন অনুযায়ী অন্য ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদে যে রকম একজন পর্যবেক্ষক দিতে পারে, আমরাও অনুরূপ একটি ব্যবস্থা নিচ্ছি। আইন সংশোধন যখন হবে তখন বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।

জঙ্গিবাদের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, জঙ্গিবাদের তথ্য বের করার মেকানিজম নেই। কোনো সেল বা বিশেষজ্ঞ ইউজিসিতে নেই, আইন অনুযায়ী এটা আমাদের কাজও না। তবে আইন ঢেলে সাজানোর জন্য বহুদিন ধরে চেষ্টা করা হচ্ছে। আর্থিক ও অ্যাকাডেমিক পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৬

বেসরকারি ভার্সিটিতে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিষয়ের পাশাপাশি এ ধরনের (জঙ্গিবাদ) বিষয়ের জন্য একটি সেল গঠনেরও চিন্তা করা হচ্ছে।

দায়সারা জবাব নর্থ-সাউথ কর্তৃপক্ষের: বেসরকারি নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় জঙ্গিবাদসহ নানা অনিয়মের অভিযোগের দায়সারা জবাব দিয়েছে বলে জানিয়েছেন ইউজিসি চেয়ারম্যান। প্রসঙ্গত, ইউজিসি'র পরিদর্শন দল এর আগে জঙ্গি সম্পৃক্ততার অভিযোগে নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে সেখানকার লাইব্রেরিতে নিষিদ্ধ সংগঠন হিজবুত তাহরীরের বই পেয়েছিল। এ ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়টির আর্থিক, অ্যাকাডেমিক ও প্রশাসনিক অনিয়মসহ অনেক বিষয় প্রতিবেদনে উল্লেখ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছিল।

সংবাদ সম্মেলনে ইউজিসি চেয়ারম্যান বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত ডিসেম্বর মাসে এক মাসের মধ্যে সেগুলোর জবাব দিতে বলেছিল। কিন্তু তারা জবাব দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেনি। এক মাসের সময় জানুয়ারিতে শেষ হয়ে যায়। তিনি বলেন, গুলশানের ঘটনা না ঘটলে, তাদের নাম প্রকাশ না পেলে হয়তো তারা এটা দেওয়ার প্রয়োজন মনে করতো না। গত ১৪ জুলাই তারা সরকারকে প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। অনেকটা দায়সারা গোছের প্রতিবেদন।

ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ড ভাঙার বিষয়ে তিনি বলেন, এটা কেবল সরকার ভাঙতে পারে। এ ব্যাপারে কোনো ম্যান্ডেড ইউজিসির নেই। অধ্যাপক মান্নান আরো বলেন, কোনো বিশ্ববিদ্যালয়কে বাঁচানোর চেষ্টা করা হচ্ছে না। আইনের ব্যত্যয় ঘটলে অনুসন্ধান করে ব্যবস্থা নেওয়া ইউজিসি'র কর্তব্য। কোনো সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেউ জঙ্গি বা সন্ত্রাসবাদে লিপ্ত থাকলে তাদের বাঁচানোর দায়িত্ব আমাদের নয়।

৬৩ ক্যাম্পাস বন্ধ ঘোষণা: সংবাদ সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়, দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬৩টি আউটার ক্যাম্পাস বন্ধ ঘোষণা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। এর মধ্যে দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটির সমস্ত কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। বন্ধ ক্যাম্পাসগুলো হলো: দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৯টি, বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটির ২টি, আন্তর্জাতিক ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রামের ৫টি, সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ-এর ৭টি, ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, চিটাগং এর ঢাকা (৬৩, সেন্ট্রাল রোড, ধানমন্ডি) ক্যাম্পাস, আমেরিকা-বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির ১৬টি, নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর রাজশাহী ক্যাম্পাস, ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি এন্ড সায়েন্সেস এর চট্টগ্রাম ক্যাম্পাস এবং কুইন্স ইউনিভার্সিটির-রাজশাহী ক্যাম্পাস।

'জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে নর্থ-সাউথ': এ দিকে নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আতিকুল ইসলাম বলেছেন, তার বিশ্ববিদ্যালয় জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে। গতকাল রবিবার রাজধানীর বসুন্ধরায় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এই ঘোষণা দেন।

'নর্থ-সাউথের বুকে বাংলাদেশ' শীর্ষক ওই অনুষ্ঠানে উপাচার্য বলেন, দেশ যখন সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন করছে, তখন বিশ্ব জঙ্গিবাদ ও তাদের এ দেশীয় দোসররা ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। জঙ্গিবাদ দমনে সরকার, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে সহযোগিতার পাশাপাশি যা যা করা সম্ভব নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় তা করবে বলে তিনি জানান।